তারিখ 30 NOV 2016
পৃঃ ৭৪ কলাম ২

দৈনিক ইত্তেফাক

পিরোজপুর : পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় ভবন — ইত্তেফাক

বরেণ্য ব্যক্তিদের স্মৃতি বহন করছে পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

■ নাসিম আলী, পিরোজপুর অফিস

ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কবি আহসান হাবিব, শিক্ষাবিদ কবির চৌধুরীর মতো দেশবরেণ্য অনেক ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বহন করছে দেড়শ' বছরের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়। জেলা শহরের কেন্দ্রস্থলে সুবিস্তৃত প্রান্তরে সুবিশাল ভবন নিয়ে নিজের গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস ঘোষণা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণাঞ্চলের শ্রেষ্ঠতম এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১৮৬৬-৬৭ সালে ন্যাশনাল স্কুল নামে একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল পিরোজপুর মহকুমার প্রশাসনিক কার্যক্রম সূচনার পর পর। ১৮৫৯ সালে ঘোষিত হলেও ১৮৬৫ সালে স্থাপিত হয় পিরোজপুর মহকুমা সদর। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন দৃঢ়করণে এখানে স্থাপিত মহকুমা সদরে নতুন একটি নাগরিক শ্রেণির সমাবেশ ঘটে আদালতের কর্মচারী, উকিল, মোক্তার, চিকিৎসক, কবিরাজ, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা পরিচয়ে। যারা পেশাগত প্রয়োজনে বসতি গড়েন পিরোজপুরে, সঙ্গে নিয়ে আসেন পরিবার-পরিজন। যাদের অন্যতম উগ্রকণ্ঠ রায়, বিনোদ লাল মুখার্জী, অম্বিকা চরণ সরকার, কালিকান্ত সরখেল উকিলসহ পিয়ারী লাখ বসু, প্রিয়নাথ বসু, প্রিয়নাথ মিত্র প্রমুখ সমাজকর্মী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

নয়া বসতির এ বাসিন্দাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার প্রয়োজনে প্রথমে স্থাপিত ন্যাশনাল জুনিয়র স্কুলটিতে ছাত্রদের প্রচুর সমাগম ও উচ্চ শিক্ষা লাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় ১৮৮২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের জন্য ৮.৬৮ একর জমি সরকার হুকুম দখল করে সেখানে বিদ্যালয় ভবন, পুকুর, খেলার মাঠ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ইতিমধ্যে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হয় বিদ্যালয়টি ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশীদের পরিচালিত ও প্রভাবযুক্ত এবং ছাত্ররা তাদের আদর্শে দীক্ষিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯০৯ সালের ১৯ এপ্রিল বিদ্যালয়টিকে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ১৯১০ সালে বিজয় কৃষ্ণ সেন নামে সরকারের বিশ্বাস ভাজন একজন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ১৪ বছর এ পদে থেকে ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ডা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বাস্তবায়ন করেন। মহকুমাভুক্ত এলাকা ছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলের ছাত্রদের প্রধান আকর্ষণে পরিণত সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টির জন্য ক্যাম্পাসের বাইরে একটি অস্থায়ী ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয় বর্তমান উকিলপাড়ায়। ওই সময় বিদ্যালয়টির পুরানো ঘর ভেঙে ইংরেজি অক্ষর 'জে' এর আদলে নতুন টিনসেড ভবন নির্মাণ করা হয়। যে ভবনটি ছিল বর্তমানের নতুন হোস্টেল ও পুরানো বিজ্ঞানাগার দালান দু'টির অবস্থানে। ১৯৬১ সালে টিনসেড ভবনটি ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হলে সুবিশাল দ্বিতল দালানটি নির্মাণ করা হয় বর্তমান অবস্থানে। ১৯২৪ সালে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হলে তিনি বিদ্যালয়ের জন্য হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ নেন যা তিনি ১৯৩৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হলে ফজলুল হক মুসলিম ছাত্রাবাস ও ভিন্ন হিন্দু ছাত্রাবাস যথাক্রমে পাকা, দালান এবং টিনসেড ঘরে নির্মিত হয়। বর্তমান 'মিড ডে মিল' ব্যবস্থার মতো ১শ' বছর আগে এ বিদ্যালয় টিফিন সরবরাহ প্রথা চালু করা হয়, যা আজও বিদ্যমান। তখন থেকেই বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, সাইন্স রুম, কমনরুম ও জিওগ্রাফি রুম ছিল। শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুমে দুটি করে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতো, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত এমন একটি ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন ছাত্র মাস্টার হাবিব(কবি আহসান হাবিব)।

বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি শহরের সবচেয়ে বড় বলে এখানে জনসভা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী থেকে শুরু করে দেশের নির্বাচিত সকল রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। '৭১-এ এখানে স্থাপিত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবির। বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন- ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কবি আহসান হাবিব, শিক্ষাবিদ কবির চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধের সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর(অব.) জিয়াউদ্দিন, সাবেক মন্ত্রী মোস্তফা জামাল হায়দার, ডা. মোজাম্মেল হোসেন, বর্তমান এমপি একেএমএ আউয়াল, বিশ্ব নন্দিত যাদুকর জুয়েল আইচ, মনোবিজ্ঞানী এমইউ আহমেদ, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাংকার মুরশীদ কুলি খান, মহিউদ্দিন ফারুক, সচিব কারার মাহমুদুল হাসান, অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সচিব শাহজাহান আমিন, সাংবাদিক তারেক শামসুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম কাদির, আমীর খসরু, অমর সাহা, ব্যবসায়ী এমদাদ হক, কূটনীতিক শামীম আহসান প্রমুখ।

বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দুই শিফটে ১ হাজার ৫শ' ৮২জন। তবে শিক্ষক রয়েছেন ৫২ জনের পদে ২৫ জন। দুজন সহকারী প্রধান শিক্ষক, দুজন অফিস সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর পদও শূন্য। মিলনায়তন ও শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। স্কুলের ফলাফল মাধ্যমিক পর্যায়ে বরাবরই ভালো।

শতবর্ষ পেরিয়ে যে বিদ্যাপীঠ

পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়

১৮৬৬-৬৭ সালে ন্যাশনাল স্কুল নামে একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল পিরোজপুর মহকুমার প্রশাসনিক কার্যক্রম সূচনার পর পর। ১৮৫৯ সালে ঘোষিত হলেও ১৮৬৫ সালে স্থাপিত হয় পিরোজপুর মহকুমা সদর। তৎকালীন বৃটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন দৃঢ়করণে এখানে স্থাপিত মহকুমা সদরে নতুন একটি নাগরিক শ্রেণির সমাবেশ ঘটে আদালতের কর্মচারী, উকিল, মোক্তার, চিকিৎসক, কবিরাজ, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা পরিচয়ে